দৈনিক বাংলা

তারিখ 11 FEB 1990
পৃষ্ঠা 7 কলাম ৬

ছাত্র–ছাত্রীদের একান্ত সাক্ষাৎকার

ক্যাম্পাসে আর মৃত্যু নয়

জেবা রহমান

॥ মোয়াজ্জেম হোসেন ॥

"অস্ত্রের গর্জন নয়, চাই শিক্ষার শান্ত–সুষ্ঠু পরিবেশ। সহপাঠীর করুণ মৃত্যু নয়, চাই আনন্দময় ক্যাম্পাস। ঘাতক বুলেট যেন ছিনিয়ে না নেয় আর কারও জীবন। অনির্দিষ্টকালের বন্ধ নয়, চাই নিরবিচ্ছিন্নভাবে জ্ঞান চর্চার সুযোগ। চাই না আর এক ঘন্টার নোটিশে হলত্যাগ করতে।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন

(৫–এর পৃঃ দ্রঃ)

হামিদ কায়সার অপু

মারুফ এনায়েত

ইয়াসমিন আরা ডলি

আব্দুস সামাদ রিজভী

তারিখ 11 FEB 1990

ক্যাম্পাসে আর মৃত্যু নয়

(প্রথম পৃঃ পর)

ছাত্র–ছাত্রী তাদের এই আকাংখার কথা বলেছেন দৈনিক বাংলার সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে। ঢাকা বিশ্ব–বিদ্যালয় খোলার পর এদের অভিমত গ্রহণ করেন দৈনিক বাংলার প্রতিনিধি।

ছাত্র–ছাত্রীরা বলেন, ৪০ দিনের অনির্ধারিত বন্ধে আমাদের শিক্ষা জীবনের যে ক্ষতি হয়েছে তা অপূরণীয়। ছাত্র জীবনের এই হারিয়ে যাওয়া সোনালী দিন আমরা আর ফিরে পাব না। কিন্তু আমরা আর এভাবে জীবনের অমূল্য সময় হারাতে চাই না। কতিপয় সন্ত্রাসবাদীর হাতে গোটা বিশ্ববিদ্যালয় জিম্মি হয়ে থাকতে পারে না। সন্ত্রাস মোকাবিলায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে অবশ্যই বাস্তবানুগ পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব। নতুন ভাইস চ্যান্সেলর ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে আমাদের প্রত্যাশাও তাই।

অর্থনীতি বিভাগের মাস্টার্স কো–র্সের শেষ বর্ষের ছাত্রী জেবা রহমান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের শিক্ষাজীবনে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। দীর্ঘ ৪০ দিনের বন্ধ আমার শিক্ষাজীবনকে আরও দীর্ঘায়িত করেছে। আমার জীবনের সামগ্রিক পরিকল্পনাকে অনিশ্চিত করে তুলেছে এই বন্ধ। আমার ছাত্র জীবনের অমূল্য সময় হরণকারী এই "অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধের" অবসান চাই।

জেবা রহমান বলেন, ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের আর কোন সম্ভাবনা নেই একথা মনে করা হলে মারাত্মক ভুল করা হবে। সন্ত্রাসবাদীদের হাতে এখনও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস আবার রণক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে। তাই এখন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনসহ সকল মহলের জোর প্রস্তুতি নেয়া দরকার যাতে আর সন্ত্রাসমূলক ঘটনা না ঘটে।

বাংলা বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্র হামিদ কায়সার অপু বলেন, ৪০ দিনের এই বন্ধ আমাকে আমার জীবনের সামগ্রিক পরিকল্পনা থেকে পিছিয়ে দিয়েছে। বিঘ্নিত হয়েছে পড়া–শুনার ধারাবাহিকতা। আমরা যারা হলে থাকি, টিউশনি করে পড়াশুনার খরচ চালাই তাদের অসুবিধাটাই সবচেয়ে বেশী। আমার মধ্যবিত্ত পিতার অর্থনৈতিক সংকটকে আরও তীব্রতর করেছে এই অনির্দিষ্টকালের বন্ধ।

হামিদ কায়সার বলেন, প্রতিবার বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর এমন একটা ধারণা দেয়া হয় এবার যেন সত্যি সত্যিই সন্ত্রাস বন্ধ হতে চললো। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই আবার ঘটে যায় লংকাকান্ড। প্রকৃতপক্ষে ছাত্র সং–গঠনগুলিকে সন্ত্রাস বন্ধের ব্যাপারে আন্তরিকতার পরিচয় দিতে হবে। তবু নতুন ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে আমাদের প্রত্যাশা তিনি সন্ত্রাস বন্ধের ব্যাপারে উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবেন।

হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের এম কম শেষ বর্ষের ছাত্রী ইয়াসমিন আরা ডলি বলেন, ৪০ দিনের অনির্ধারিত বন্ধ আমার শিক্ষা জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। সেশন জটের কবলে পড়ে এমনিতেই পিছিয়ে আছি কয়েক বছর, এই বন্ধ সেই দুর্ভোগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আমার স্বল্প আয়ের চাকুরী–জীবী পিতার অর্থনৈতিক সংকট গভীরতর হয়েছে।

ইয়াসমিন আরা ডলি বলেন মূল কারণ দূর না করা পর্যন্ত ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের আশংকা থেকেই যাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশ, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন দ্বীপ নয়। সন্ত্রাসের উৎস রয়ে গেছে সমাজ, রাষ্ট্র এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অভ্যন্তরেও। সুতরাং সন্ত্রাস যে আবার হবে না তা বলা যায় না।

মারুফ এনায়েত লোকপ্রশাসন ১ম বর্ষের ছাত্র। মারুফ বলেন, প্রানোজ্জ্বল ক্যাম্পাস যে এভাবে মুহূর্তে রণক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে তা ভাবতেও পারিনি। ক্যাম্পাসে আমরা সাধারণ ছাত্র–ছাত্রীরা প্রতি মুহূর্তে অস্ত্রধারীদের হাতে জিম্মি হয়ে আছি। চল্লিশ দিনের অনির্ধারিত বন্ধ আমাদের নিরাপত্তাহীন অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটায়নি। এখনও যে কোন মুহূর্তে ক্যাম্পাসে রক্তপাত ঘটে যেতে পারে।

মারুফ বলেন, ক্যাম্পাসে দলীয় কোন্দলই সন্ত্রাসের উৎস। বর্তমান ছাত্র রাজনীতির কোন ফলপ্রসূ ভূমিকা আছে বলে আমি মনে করি না।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্রী কাজী নাজিয়া হক ২৫শে ফেব্রুয়ারী ক্যাম্পাসে সংঘটিত সন্ত্রা–সের বর্ণনা দিয়ে বলেন, সেদিন আমার সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। অনির্দিষ্টকালের বন্ধের ধাক্কায় সে পরীক্ষা পিছিয়ে গেছে অনি–র্দিষ্টকালের জন্য। জানিনা কবে আবার সে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

নাজিয়া হক বলেন, এ ধরনের সন্ত্রাসী ঘটনা অতীতে অনেকবার ঘটেছে। সন্ত্রাস বন্ধের অঙ্গীকার নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে। তারপরও আবার সন্ত্রাস হয়েছে। তবুও আমাদের আশা – এবার তার ব্যতিক্রম হবে।

লোক প্রশাসন বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্র আবদুস সামাদ রিজভী বলেন, অনির্দিষ্টকালের বন্ধের কবল থেকে আমরা এবার মুক্তি চাই। এমনিতেই তিন বছরের অনার্স কোর্স শেষ হতে সময় লাগছে ৫/৬ বছর। সেখানে এই অনির্দিষ্টকালের বন্ধ আমাদের শিক্ষা–জীবনকে করে তুলছে আরও দীর্ঘ।

রিজভী বলেন, ছাত্র সংগঠনগুলি যতদিন তাদের নৈতিক আদর্শে পরি–চালিত না হবে, অপরাপর ছাত্র সংগঠনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ না থাকবে, ক্যাম্পাসে ও হলসমূহে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ বন্ধ না হবে ততদিন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের আশংকা থেকেই যাবে।